উত্তম কর্মকার
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

এই ছবিতে অস্তিত্বের ভাঙন ও পুনর্গঠনের মধ্যবর্তী এক গভীর মুহূর্তকে তুলে ধরা হয়েছে। ধ্বংস, শূন্যতা ও নীরবতার ভেতর থেকেই নতুন সত্তার জন্ম-এই চিত্র তার প্রতীক।

মানুষের জীবনসংগ্রামে পতন কখনো শেষ নয়, বরং তা আত্ম অনুসন্ধানের সূচনা। আলো ও অন্ধকারের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে অস্তিত্ব এখানে নতুন অর্থ ও দিশা খুঁজে।

অস্তিত্বের পুনর্জন্ম
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ২৪″ X ৩০″

মো. আব্দুল লতিফ
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

জুলাই গণহত্যা
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ৩০″ X ৩৬″

চিত্রে জুলাই ২৪, কোটা সংস্কার আন্দোলন, গণঅভ্যুত্থান এবং গণহত্যাকে তুলে ধরা হয়েছে।

নয়ন ঘরামী
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৭-১৮

জুলাই শহীদরা শুধু ইতিহাসের অংশ নয়; তাঁরা প্রতিরোধ, মানবিক সাহস এবং গণতান্ত্রিক চেতনার প্রতীক। তাঁদের মুখচ্ছবি মানে কেবল এক ব্যক্তিকে চিত্রায়ণ নয় বরং একটি সময়, একটি আন্দোলন ও একটি সম্মিলিত স্মৃতিকে দৃশ্যমান করা। মীর মুগ্ধ ও আবু সাঈদের প্রতিকৃতি চিত্র ইতিহাসকে মানুষের মুখের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণ করে, মানবিক আবেগকে নতুনভাবে পাঠ করে, এবং স্মৃতি সংরক্ষণের নান্দনিক মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বাংলাদেশে রাজনৈতিক শহীদদের প্রতিকৃতি এখনো যথেষ্ট নথিবদ্ধ নয়।

নিস্তব্ধ প্রদীপ
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ৩০″ X ৩৬″

মো. হামিম বিশ্বাস

চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

শিল্পকর্মটি জুলাই বিদ্রোহের চেতনা ও গণআন্দোলনের শক্তিকে প্রতীকী ভাষায় তুলে ধরেছে। এখানে উঁচু নিচু স্তম্ভে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো বিভিন্ন সামাজিক স্তর ও বয়সের প্রতিনিধিত্ব করে, যারা একই লক্ষ্য—স্বাধীনতা ও ন্যায়ের দাবিতে—একত্র হয়েছে। হাতে উড়তে থাকা বাংলাদেশের পতাকা সংগ্রাম ও জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।

মাঝখানের দেয়ালটি ক্ষমতা, বাধা কিংবা শাসনব্যবস্থার প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, যার সামনে মানুষের ভিড় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের দৃশ্য তৈরি করেছে। দেয়ালে লেখা শব্দ ও চিহ্নগুলো আন্দোলনের স্লোগান ও ক্ষোভকে প্রকাশ করে। সব মিলিয়ে, এই শিল্পকর্মটি দেখায়—জুলাই বিদ্রোহ শুধু একটি সময় নয়, বরং জনগণের সম্মিলিত সাহস, প্রতিবাদ এবং পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন।

জুলাই বিদ্রোহ

মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক

মাপ: ১৬″ X ২০″

নিলাদ্রী শেখর রায়
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

"জুলাই বিপ্লব" বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। এর প্রভাব ইতিহাসে দীর্ঘকাল থাকবে। বীর শহীদ আবু সাঈদের আত্মত্যাগ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে বিমূর্ত ধারার এই চিত্রকর্মের রচনা। যেখানে সাহস, ত্যাগ ও বিপ্লবী চেতনা ফুটে উঠেছে।

"উন্নত মম শির"
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ৩০" X ৩৬"

মো. সাকিবুল
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

অস্তিত্বের লড়াই
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১৬″ X ২০″

আয়শা সিদ্দিকা
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২২-২৩

বিজয় উল্লাস
মাধ্যম: অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১১″ X ১৫″

শিল্পকর্মটির মাধ্যমে শেখ হাসিনার শাসনের বিরুদ্ধে দেশের জনগণের বিজয় দেখানো হয়েছে। জনগণের ঐক্য ও সম্প্রীতির কাছে সকল স্বৈরাচারী ক্ষমতা হার মানে।

ফাতেমা তুজ জহুর
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২৪

প্রতিরোধ
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ০৮″ X ১২″

মো. লাবু হক
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮-১৯

কাঠখোদাই মাধ্যমে আঁকা এই শিল্পকর্মটি ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থানের প্রতীকী প্রতিফলন। শিল্পকর্মটিতে রঙের বিস্ফোরণ, আঁকাবাঁকা রেখা, আর গভীর ছায়ার ভেতর দিয়ে ফুটে উঠেছে এক রাজনৈতিক উত্তাল সময়ের সেই দিনগুলো। ছবির পটভূমিতে ব্যবহৃত হলুদ রং যেন হারানো আশার প্রতীক। এক সময়ের স্বপ্ন দেখা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আর সুবিচারের আলোকচ্ছটা। চিত্রে সেই স্বপ্ন রক্তে রঞ্জিত। গাঢ় লালচে রঙের ধারা যেন বিক্ষোভের আগুন, ছাত্রদের কণ্ঠস্বর, আর শহীদদের রক্তের ফল্গুধারার বহমান স্মৃতি।

বিমূর্ত এই শিল্পকর্মটিতে একজন যুবক দুই হাত দিয়ে দুই কান চেপে ধরে চিৎকার করছে। এটি শুধু তার একার চিৎকার নয়, একত্রে গোটা প্রজন্মের চিৎকার। সে যেন চিৎকার করে বলছে, 'আর নয় কোটা নামক বৈষম্য, আর নয় মেধার সঙ্গে প্রহসন'। বলিষ্ঠ দেহের এই যুবকটি প্রতিবাদের প্রতীক, প্রতীক আশা আর সংগ্রামের। যার বুকের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে চলেছে, অনেকটা উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায়। বুক চিতিয়ে সে বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে চলেছে। আর নিচের দিকের গাঢ় অংশ যেন রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়নের প্রতিচ্ছবি, যার উপরে দাঁড়িয়ে জন্ম নিচ্ছে প্রতিরোধ।

আর্তনাদ
মাধ্যম: কাঠখোদাই
মাপ: ২৪″ X ৩২″

আতিয়া তাসনিম উর্মি
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে বাংলার স্বাধীনচেতা জনতার ঐক্যবদ্ধতা ও বিজয়ের পতাকা উল্লাসের এক সংগ্রামী চিত্র।

স্বাধীন : ৩৬ জুলাই
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ০৪″ X ০৪″

মো. মারুফ আহম্মেদ রাফিন
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৪-২৫

এই চিত্রকর্মটি বিপ্লব, আত্মত্যাগ এবং চরম দেশপ্রেমের প্রতীকী প্রকাশ। লাল পটভূমি রক্ত, সংগ্রাম ও বিপ্লবের ইঙ্গিত দেয়। কেন্দ্রে থাকা উন্মুক্ত বক্ষেও মানুষের উঁচু করা মুষ্টি প্রতিরোধ, সাহস ও আত্মবলিদানের সংকেত। নিচের জনসমুদ্র ও পতাকা আন্দোলনরত জনগণ ও গণজাগরণকে বোঝায়। `Motherland or Death' স্লোগানটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়—এখানে আপসের জায়গা নেই; স্বাধীনতা ও মাতৃভূমির জন্য জীবন দেওয়াই চূড়ান্ত অঙ্গীকার।

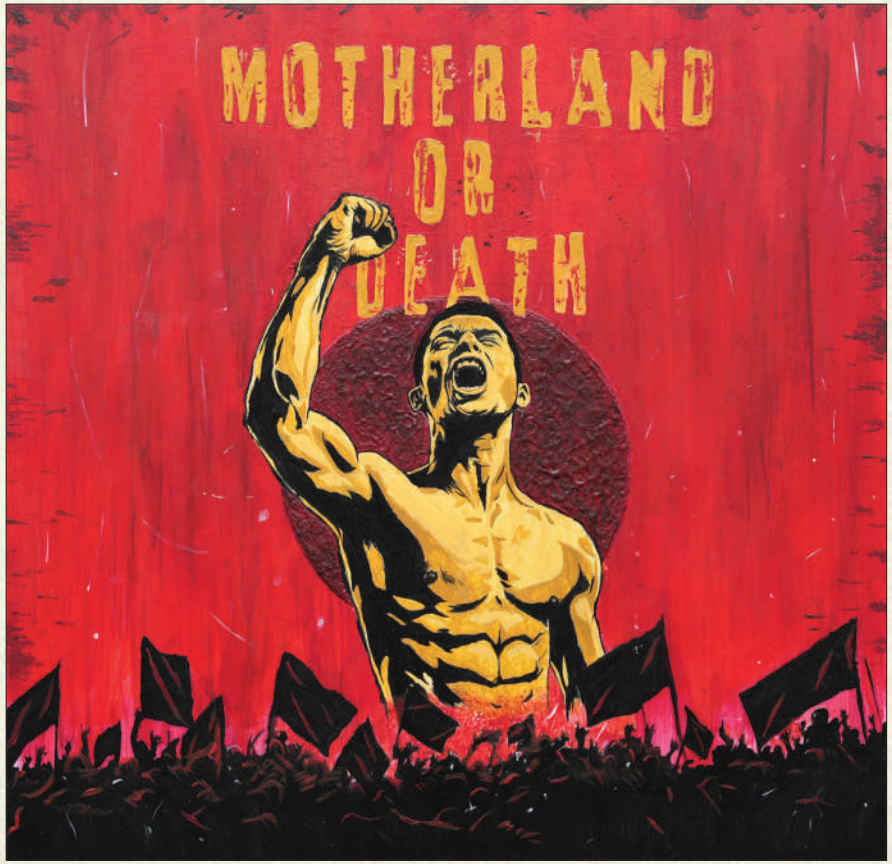

মাতৃভূমি অথবা মৃত্যু
মাধ্যম: পিভিসি বোর্ডে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১০″ X ১০″

মেহেদী হাসান
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

নারীশক্তি বিপ্লবের শিখা
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ৩০″ X ৩৬″

মো. আব্দুল লতিফ
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

শিল্পকর্মটি মূলত একটি প্রতীকীধর্মী এবং একই সাথে পরাবাস্তববাদমূলকও বটে। চিত্রে, জুলাই ২৪ কোটা সংস্কার আন্দোলন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের মোড় পরিবর্তন, সৃষ্ট গণঅভ্যুত্থান এবং বর্বর গণহত্যাকে কেন্দ্র করে আঁকা হয়েছে। স্বৈরশাসন এবং গণহত্যার প্রতি তীব্র ঘৃণা, প্রতিবাদ, সচেতনতা এবং জুলাই আন্দোলন পরবর্তী প্রেক্ষাপটের অবনতি বা চরম বদল ঘটলে কী ঘটতে পারে তার পূর্বাভাস তুলে ধরা হয়েছে।

ফাঁসির মঞ্চ অথবা মুকুট
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ২৪″ X ২৪″

আছিয়া খাতুন
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৯-২০

‘২৪-এর ডায়েরি’ চিত্রকর্মটি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক রক্তঝরা অধ্যায় এবং জুলাই বিপ্লবের একটি জীবন্ত দলিল। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এই চিত্রকর্মটি কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনা নয়, বরং রাষ্ট্রীয় শক্তি ও সাধারণ শিক্ষার্থীর মধ্যকার অসম লড়াইয়ের এক প্রতীকী উপস্থাপন। এই চিত্র বাংলাদেশে সম্প্রতি সংঘটিত জুলাই বিপ্লবে ঘটে যাওয়া চরম নৃশংসতা এবং ছাত্রসমাজের ওপর নেমে আসা নিপীড়নের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র।

২৪-এর ডায়েরি
মাধ্যম: জলরং
মাপ: ১০″ X ১২″

উম্মে হানী নীতি
গ্রাফিক ডিজাইন,
কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২৩-২৪

জুলাই আন্দোলনের শহীদ মীর মুগ্ধ এবং বিভিন্ন মেধাবী শিক্ষার্থীদের রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা একটা নতুন জীবন। এজন্য শিল্পকর্মের নাম দেওয়া হয়েছে লিকুইড অব লাইফ। শিল্পকর্মের পানির বোতল দ্বারা মীর মুগ্ধের কথা বুঝানো হয়েছে। কলম দ্বারা মেধা এবং শিক্ষা ইঙ্গিত করা হয়েছে। শিল্পকর্মটিতে পানির লাল রং শহীদদের রক্তকে বোঝানো হয়েছে।

লিকুইড অব লাইফ
মাধ্যম: মিক্স মিডিয়া
মাপ: ৭.৫″ X ৭.৫″ X ৬.৮″

প্রমা তেওয়ারী
চিত্রকলা, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০২০-২১

দ্রোহের লাল-সবুজ
মাধ্যম: ক্যানভাসে অ্যাক্রেলিক
মাপ: ১২″ X ১২″

জুলুমের বাঁধ ভেঙে জাতির মুক্তি।